জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ

৭—১৫ জুন, ১৯৯৭

"ভিটামিন 'এ' সপ্তম টিকা হিসেবে কাজ করে শিশু মৃত্যুর হার কমায়"।

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

The Daily Star | *Special Supplement* | June 7, 1997

বাণী

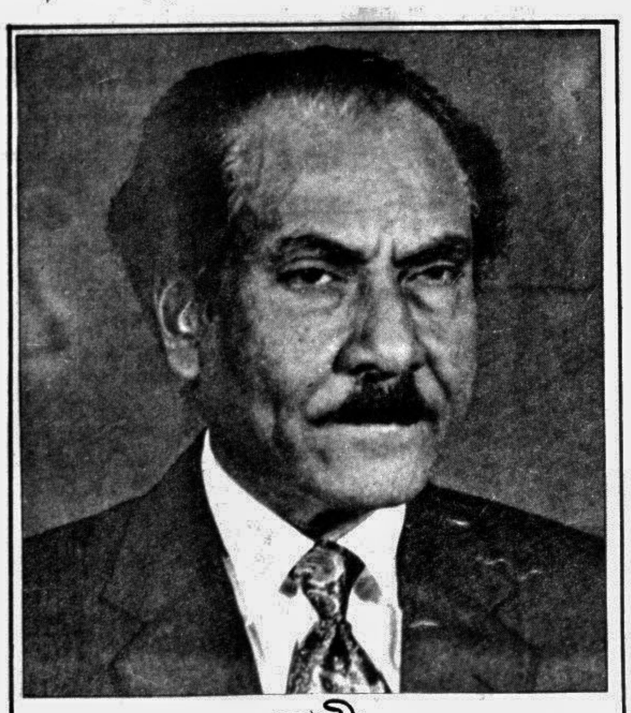

বাংলাদেশে দ্বিতীয় বারের মত জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সারাদেশে ১-৬ বছরের সকল শিশুকে একটি করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত সমস্যা একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ভিটামিন-এ'র অভাবে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু রাতকানায় ভুগছে, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এমনকি অনেকে মারা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম সারা বছর ধরে কার্যকর ও সুসংহতভাবে পরিচালিত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ'৯৭ পালনের উদ্দেশ্য সার্বিকভাবে সফল হোক–আমি এই কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

শিশুদের ভিটামিন-এ অভাবজনিত সমস্যা বিশেষ করে অন্ধত্ব থেকে রক্ষার উপরন্তু ২০০০ সালের মধ্যে ভিটামিন-এ অভাবজনিত সমস্যা নির্মূল করার জাতীয় অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতেই আগামী ৭ই জুন থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত পালিত হচ্ছে জাতীয় ভিটামিন–এ সপ্তাহ'৯৭।

ভিটামিন-এ শুধু যে শিশুদের অন্ধত্বের মত ভয়াবহ রোগ থেকেই রক্ষা করে তাই নয় সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে ভিটামিন-এ শিশুদের হাম, ডায়রিয়া, শ্বাসনালীর প্রদাহ ইত্যাদি বিভিন্ন সংক্রামক রোগের জটিলতাও কমায়। এভাবে ভিটামিন-এ উন্নয়নশীল দেশে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২৩ থেকে ৩৪ ভাগ কমাতে পারে, যা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর ভিটামিন-এ সপ্তাহ পালনের সঙ্গে মাতৃদুগ্ধ (বিকল্প খাদ্য বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইনের ব্যাপারে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কার্যক্রম পালন করা হচ্ছে। মায়ের দুধের সুরক্ষায় বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্বলিত এই আইনের ব্যাপারে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অভাবেই মায়েরা গুড়োদুধের অবাধ প্রচারে প্ররোচিত হয়ে জন্মের পর থেকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ফলে অপুষ্টি ও দুর্বল মেধা নিয়ে বেড়ে উঠছে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম। এই বিশাল ও ব্যাপক জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রত্যাশা রাখি।

জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ'৯৭ পালনের উদ্দেশ্য সফল হোক, আমি আন্তরিকভাবে এই কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ এম, আমানউল্লাহ
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Courtesy:

The ACME Laboratories Ltd.

55, SAT MASJID ROAD DHANMONDI, DHAKA
PHONE: 328754, 329719, 314096, 329791

Nutritional Blindness Prevention Programme (NBPP)

Dr. Shamim Ahmed
Clinical Nutritionist & Focal Point
Nutritional Blindness prevention Programme
Institute of Public health Nutrition

Vitamin A deficiency is one of the major nutritional problem in Bangladesh. The scale of malnutrition and resulting Eye disease among children is among the worst in the world. To address the grave situation the Government of Bangladesh instituted the Nutritional Blindness Prevention Programme in 1973. However, the programme (NBPPB) was brought under the control of the Institute of Public Health Nutrition (IPHN) in 1981.

The primary objective of the programme includes:

- Virtual elimination of Vitamin A deficiency and its consequences including Night Blindness by the year 2000 AD.
- To increase production and consumption of Vitamin A rich foods.
- To increase awareness about the usefulness of Vitamin A in reducing mortality and morbidity in preschool aged children.

The Nutritional Blindness Study (HKI/IPHN) of 1982-83 showed that about a million Bangladeshi children suffered from Night blindness and about 30,000 children in 6 months to 6 years of age become blind annually due to chronic lack of Vitamin A in their diet, half of these children survive with irreversible blindness. The study further revealed that every day 100 children become victims to Nutritional blindness. In other words 4 children lose their eyesight every hour due to lack of Vitamin A and Malnutrition. About 1 lac children in the same group suffer from ocular manifestations of vitamin A deficiency. Pregnancy and Lactation increase the demand for Vitamin A and are risk determinants in Bangladesh.

Vitamin A not only prevents Nutritional Blindness among children. Rather, recent scientific studies reveal that in populations where vitamin deficiency is endemic like in our country, a 23-34% reduction in mortality is expected when vitamin A status is raised to normal values. Vitamin A plays an important role in the overall development of child and increases resistance of children to infection. It is possible to prevent 400-500 death among children below 5 years every day in Bangladesh with regular intake of sufficient vitamin A in the diet. Considering the important protective role of Vitamin-A in child survival strategy, the theme of this year's National Vitamin-A week has rightly been chosen as "Vitamin A as seventh vaccine reduces child morbidity and mortality."

To address this grave health problem, since 1973 the Govt. of Bangladesh has been distributing high potency Vitamin A capsules (2 lac I.U), twice a year (April-May and October-November), to all rural children (1 year-6 years) throughout the country. In 1982-83, the prevalence of Night blindness in our country was 3.76% (IPHN/HKI). According to IPHN/UNICEF 1989 study the prevalence of Night blindness was 1.78%. The IPHN study done in 1994 shows the prevalence rate of night blindness at 3.13%. Presently, the prevalence of Night blindness has come down to 1.3% (HKI REGIONAL SURVEY OCT. 1996) The WHO Criteria for Night Blindness to be a major public health problem is 1%.

Despite sincere efforts and intentions, the VAC coverage was not upto the desired expectation. Between 1973-1993, the VAC coverage was below 50%. It was following the observation of Mother and child fortnight in 1994 that the VAC coverage improved to 82%. Since 1995 with the integration of VAC distribution along with National Immunization Day (NID) the VAC coverage have increased tremendously.

During 1st NID, the VAC coverage was 93.78% and during the 2nd NID the VAC coverage was 99.92% and during 3rd NID it was 99.15%. During 1st Vitamin A week VAC coverage: Urban 73.4% Rural 86.7% (HKI Survey Nov'95).

Since 1989, IPHN has been distributing high potency Vitamin A capsules in the above mentioned age group in the urban municipal areas as well through the active participation of municipal bodies and NGO agencies. The present strategy since 1990 for below one year of age consists of the administration of Fractional dose of vitamin A with each EPI contact-6 weeks. 14 weeks and 36 weeks.

Besides the above mentioned prophylactic doses, Institute of Public Health Nutrition also distributes capsules to all individuals upto 15 years of age, suffering from Xeropthalmia for treatment.

Following International Vitamin A Consultative group (IVACG) recommendation, steps have been taken to further strengthen the existing national strategy to supplement children suffering from diarrhoea measles and severe pneumonia with an additional dose of Vitamin A.

The prevalence of Night blindness among pregnant women is extremely high at 1.3% (NSP February, 1996). To address this serious problems, steps have been taken to institutionalize the programme to supplement locating mothers with a high potency vitamin A capsule within 14 days of delivery.

Advocacy meetings in all the greater districts of the country have been completed to create awareness about these strategies and programs are underway to cover all the districts of the country eventually.

VAC supplementation is recognized as a measure that is not indefinitely sustainable. It is generally accepted that supplementation of VAC is a temporary expedient and that the long term solution to vitamin A deficiency is to encourage production and increased consumption of Dark green leafy vegetables and yellow fruits.

At present, a total of 22 million vitamin A capsules are supplemented throughout the whole country in one cycle and a total of 44 million capsules are distributed in two cycles annually, the financial involvement of which stands at 800.000 dollars only.

Infant Mortality rate is extremely high in Bangladesh (77/1000 live births) and child mortality (134 per thousand) among 1-5 years. Given that diarrhoea and measles are still leading causes of child mortality, Vitamin A supplements have been included as an effective child survival strategy to reduce the mortality of these diseases.

Therefore, Bangladesh, with an extremely high prevalence of vitamin A deficiency would have to continue vitamin A supplementation in the years to come.

বাণী

আগামী ৭ জুন থেকে দেশে দ্বিতীয়বারের মতো 'জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ'৯৭' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে এই উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

আমি আশা করি, এ সপ্তাহে শিশুদের জন্য মায়ের দুধের অপরিহার্যতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করা হবে। বোতলের দুধের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কেও এ সপ্তাহে জনগণকে অবহিত করা হবে বলে আমি জানতে পেরেছি। আশা করি, এ উদ্যোগ ২০০০ সালের মধ্যে ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধে বিশেষ সহায়ক হবে।

আমি 'জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ' উদযাপনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

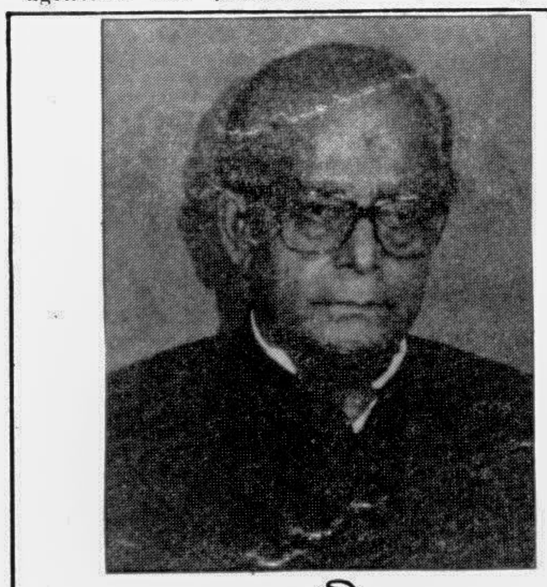

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমানে বাংলাদেশে শিশুদের মধ্যে রাতকানার হার ১.৭৮% এবং পরবর্তীতে এসব শিশুরাই অন্ধত্বের শিকার হয়। এই অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই এ বছর পালিত হচ্ছে জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ'৯৭।

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব কার্যক্রমের আওতায় সপ্তাহটি পালন করা হচ্ছে। এ সপ্তাহে ১-৬ বছরের সকল শিশুকে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন–এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। এ সপ্তাহে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প খাদ্য (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা হবে। মায়ের দুধ প্রাকৃতিক ভাবে দুধ দেবার একটি চমৎকার পদ্ধতি। কিন্তু অবজ্ঞার কারণে আমাদের দেশে মায়েরা শিশুকে অহরহ বোতলে গুড়ো দুধ খাওয়াচ্ছে। এ কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু ডায়রিয়া ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। মায়ের দুধে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ভিটামিন-এ'ও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শাল দুধসহ মায়ের দুধ খেলে শিশুর ভিটামিন-এ এর অভাব দূর হয়। এ কারণে মায়েদের গুড়ো দুধের প্রভাব থেকে মুক্ত করে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। এভাবে দু'টি কর্মসূচীর সমন্বয়ে ভিটামিন–এ অভাবজনিত সমস্যা সমাধান সহজতর হবে। এই সপ্তাহটির সফল বাস্তবায়নে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নিয়োজিত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

"জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ'৯৭" শিশুকে সুস্থ ও সবল রাখতে বিশেষ অবদান রাখবে এই প্রত্যাশা নিয়ে উল্লেখিত সপ্তাহের সাফল্য কামনা করছি।

সালাহ্ উদ্দিন ইউসুফ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভিটামিন-এ এর অভাব প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

ডাঃ বদরুল আলম
ক্লিনিসিয়ান
জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান

৭ই জুন হতে ১৫ই জুন '৯৭ইং সারাদেশে দ্বিতীয় বারের মত পালিত হচ্ছে জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ। এ সপ্তাহে ১-৬ বছরের সকল শিশুকে ১টি করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। মূলতঃ বছরে দু'বার ১-৬ বছরের শিশুদের এই ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। আর এটা হচ্ছে একটি প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচী। অর্থাৎ ভিটামিন-এ এর অভাবে যে রাতকানা হয় যা পরবর্তীতে স্থায়ী অন্ধত্বের রূপ নেয় তাকে প্রতিরোধ করার জন্যই এই কর্মসূচী। সময়ের প্রয়োজনে বিজ্ঞান যে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করেছে চিকিৎসা বিজ্ঞানও তাতে পিছিয়ে নেই। সেই সূত্র ধরেই ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচী কিছু রোগের ক্ষেত্রে প্রতিকার ও চিকিৎসায় ব্যবহার করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক গবেষণার তথ্য হচ্ছে যদি শিশুর মধ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন-এ থাকে তাহলে ২৩-৩৪ ভাগ পর্যন্ত শিশু মৃত্যু রোধ করা সম্ভব।

রাতকানা রোগের কিংবা ভিটামিন-এ অভাব জনিত চোখের সমস্যায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল প্রয়োগ করে চিকিৎসা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে শিশুর বয়স ১ বছরের নীচে হলে ১ম, ২য় ও ১৪তম দিনে প্রতিবারে ১ লক্ষ ইউনিট বা ১টি ক্যাপসুলের বোঁটা কেটে ৪ ফোঁটা শিশুকে খাওয়াতে হবে (১টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল = ৮ ফোঁটা এবং ১ ফোঁটা = ২৫ হাজার আন্তর্জাতিক ইউনিট) শিশুর বয়স ১ বছরের ওপর হলে ১ম, ২য় ও ১৪তম দিনে প্রতিবারে ১টি করে ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে (১টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন ১ ক্যাপসুল = ২ লক্ষ ইউনিট)।

ডায়রিয়া হলে শিশুর দেহ হতে লিভার বা যকৃতে সঞ্চিত ভিটামিন-এ বের হয়ে যায়। যেকারনে ১ বছরের নীচের শিশুদের প্রতিবার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হবার পর ১লক্ষ ইউনিট বা ৪ ফোঁটা ভিটামিন-এ খাওয়াতে হবে। আর বয়স ১ বছরের ওপর হলে শিশুটির জন্য পূর্ণ মাত্রার ১টি ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।

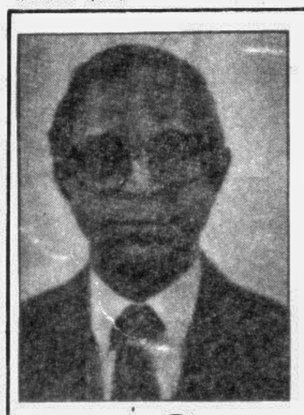

হাম হলে শিশুর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় উপরন্তু হামের পরে শিশুর মধ্যে যে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তার অন্যতম হচ্ছে চোখ।

বাণী

ভিটামিন-এ অভাবজনিত সৃষ্ট সমস্যার ব্যাপকতা অনুধাবন করে দ্বিতীয় বারের মত সারা দেশে পালিত হচ্ছে "জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ"। ভিটামিন-এ 'র অভাবে প্রতি বছর অনুর্ধ ছয় বছরের অনেক শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই পটভূমিতে দেশে জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ উদ্‌যাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

"জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ'৯৭' এর মূলভাব হচ্ছে "ভিটামিন-এ সপ্তম টিকা হিসেবে কাজ করে শিশু মৃত্যুর হার কমায়"। এ সপ্তাহে ১-৬ বছরের প্রায় দু'কোটি শিশুকে টিকাদান কেন্দ্রে এনে ১টি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। এ সপ্তাহে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প খাদ্য (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপক, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সর্বোপরি জনসাধারণের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করা হবে। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর সার্বজনীন এবং সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থাকে সুসংহত এবং অধিক ফলপ্রসু করার কাজে গুড়ো দুধের প্রচার ও প্রসার একটি বড় অন্তরায়। এ ব্যাপারে শিশু খাদ্য হিসেবে গুড়ো দুধ আমদানী ও বাজারজাত নিয়ন্ত্রণের জন্য মাতৃদুগ্ধ বিকল্প খাদ্য (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারী করা হয়েছে এবং এর আওতায় ১৯৯৩ সালে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প আইনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এই বিশাল কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। সর্বোপরি এই মহতী কাজে সমাজের সকল দায়িত্ববান নাগরিকের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

"জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ" সার্থক হোক-এই কামনা করি।

মোহাম্মদ আলী
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার